অগ্রগামী
প্রোডাক্সন্স
নিবেদিত
শিল্পী
পরিবেশক
নারায়ণ পিকচার্স (প্রাইভেট) লিঃ
পরিচালনা : অগ্রগামী। সঙ্গীত : রবীন চট্টোপাধ্যায়। কাহিনী : নিতাই ভট্টাচার্য্য।

অগ্রগামী প্রোডাকসান্সের প্রথম নিবেদন

# শিল্পী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রগামী ।

কাহিনী : নিতাই ভট্টাচার্য্য । সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায় । গীত-রচনা : প্রণব রায় । নৃত্য পরিচালনা : অনাদি প্রসাদ । চিত্রাঙ্কণ তত্ত্বাবধায়ক : রথীন মৈত্র । ভাস্কর : অজিত চক্রবর্ত্তী । চিত্রশিল্পী : রামানন্দ সেনগুপ্ত । শব্দযন্ত্রী : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় । সম্পাদনা : কালী রাহা । ব্যবস্থাপনা : প্রবোধ পাল । শিল্পনির্দ্দেশক : সত্যেন রায় চৌধুরী । দৃশ্য সজ্জা : সুবোধ দাস । রূপসজ্জা : মনতোষ রায় । যন্ত্র-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা । স্থিরচিত্র : স্যাংগ্রীলা । পরিচয় লিখন : ইলোরা আর্টস্ । প্রচার : ক্যাপস্

চিত্র পরিস্ফুটন : ইউনাইটেড সিনে লেবরেটারীজ ।

## ● সহকারিগণ ●

পরিচালনায় : অজিত গাঙ্গুলী, অনাদি ভট্টাচার্য্য, মিহির রায় । সঙ্গীত পরিচালনায় : উমাপতি শীল । চিত্রশিল্পে : দীনেন গুপ্ত, সৌমেন্দু রায় । শব্দ-যন্ত্রে : সন্তোষ রায় চৌধুরী, বিষ্ণু পরিধা । সম্পাদনায় : অজিত গাঙ্গুলী । রূপসজ্জায় : বরেন দত্ত, পরেশ দাস । আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী, ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল । ব্যবস্থাপনায় : উপেন সুর, অক্ষয় দে ।

## ● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার উদয় চাঁদ মেহেতাব
কে, সি, আই, ই, এম, এল, এ ।

মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সরকার, দীপচাঁদ কাঙ্কারিয়া, সুবীর হাজরা, দিবানাথ সেন, মানব ভট্টাচার্য্য, রাজেন তরফদার, পায়োনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কোং ।

## ● রূপায়ণে ●

সুচিত্রা, উত্তম, মলিনা দেবী, শোভা সেন, শিখারাণী, গীতা দে, আসত বরণ, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, কালী ব্যানার্জী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, গোকুল মুখার্জী, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, ডাঃ, হরেন, সমর কুমার, রথীন মৈত্র এ্যাঃ, সুরঞ্জন বড়ুয়া, সমর সেন, আর ও অনেকে ।

টেকনিশিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ।

পরিবেশক : নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড

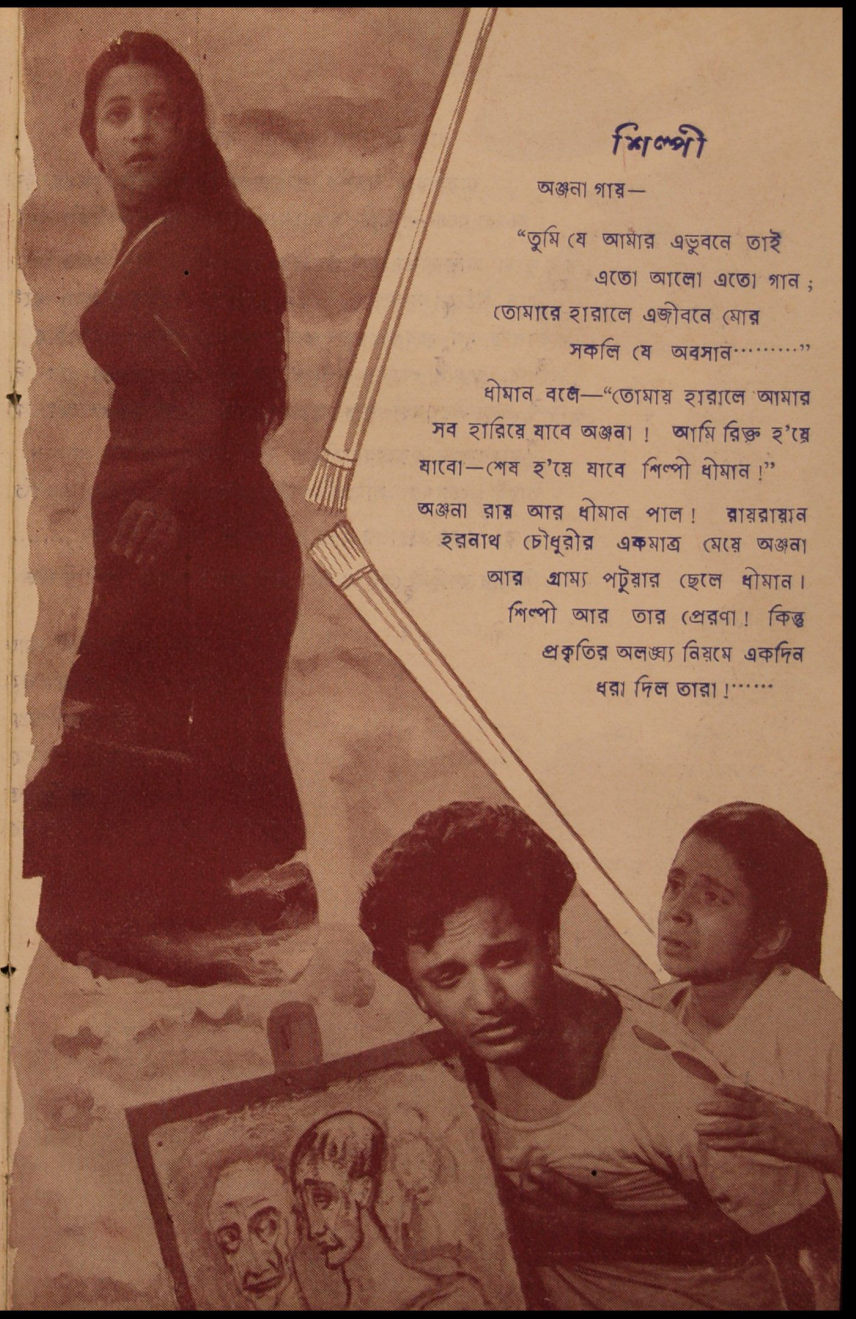

## শিল্পী

অঞ্জনা গায়—

"তুমি যে আমার এভুবনে তাই
এতো আলো এতো গান ;
তোমারে হারালে এজীবনে মোর
সকলি যে অবসান……"

ধীমান বলে—"তোমায় হারালে আমার সব হারিয়ে যাবে অঞ্জনা ! আমি রিক্ত হ'য়ে যাবো—শেষ হ'য়ে যাবে শিল্পী ধীমান !"

অঞ্জনা রায় আর ধীমান পাল ! রায়রায়ান হরনাথ চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে অঞ্জনা আর গ্রাম্য পটুয়ার ছেলে ধীমান। শিল্পী আর তার প্রেরণা ! কিন্তু প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন ধরা দিল তারা !……

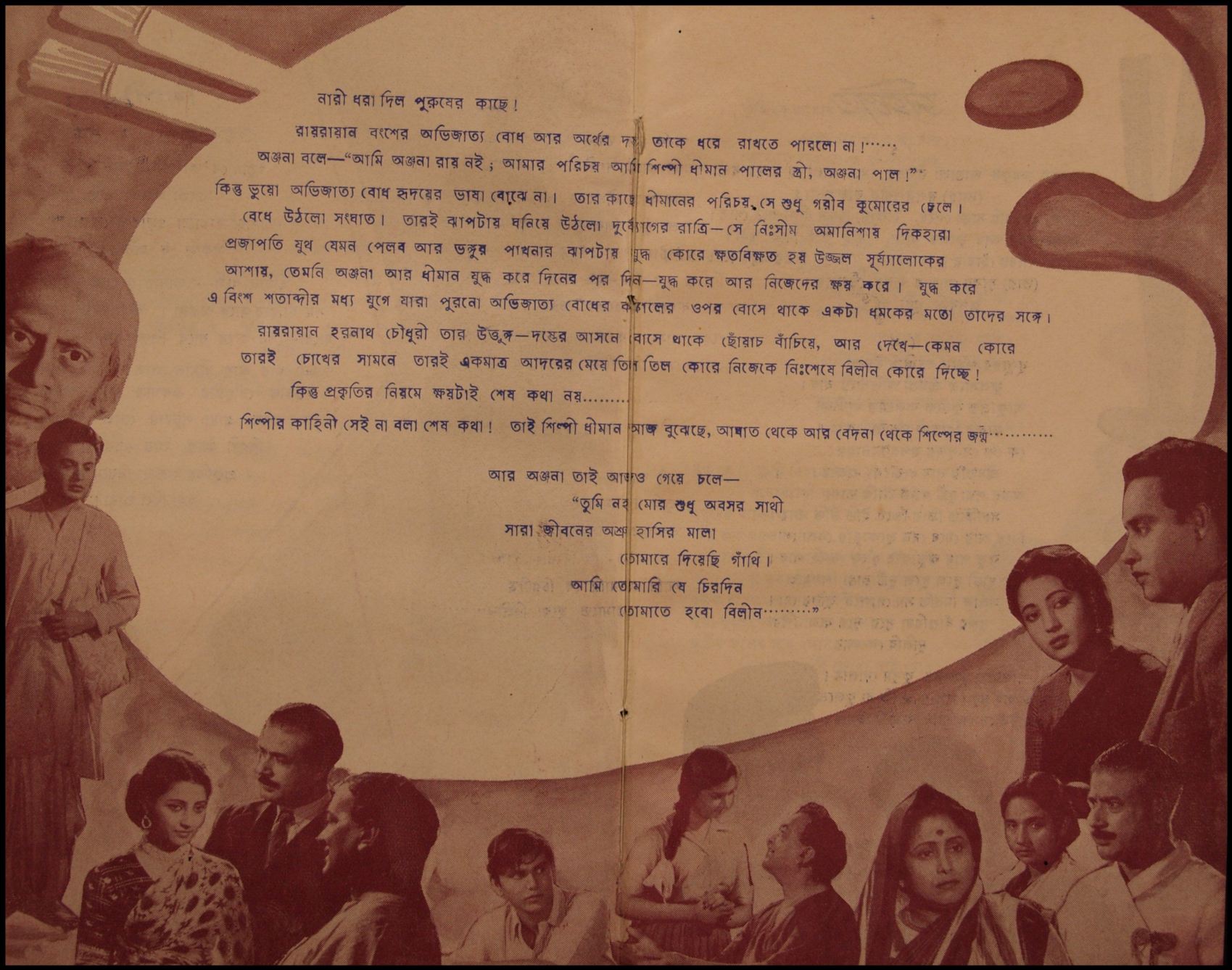

নারী ধরা দিল পুরুষের কাছে!

রায়রায়ান বংশের অভিজাত্য বোধ আর অর্থের দম্ভ তাকে ধরে রাখতে পারলো না!······
অঞ্জনা বলে—"আমি অঞ্জনা রায় নই; আমার পরিচয় আমি শিল্পী ধীমান পালের স্ত্রী, অঞ্জনা পাল!"
কিন্তু ভুয়ো অভিজাত্য বোধ হৃদয়ের ভাষা বোঝে না। তার কাছে ধীমানের পরিচয়, সে শুধু গরীব কুমোরের ছেলে।
বেধে উঠলো সংঘাত। তারই ঝাপটায় ঘনিয়ে উঠলো দুর্য্যোগের রাত্রি—সে নিঃসীম অমানিশায় দিকহারা
প্রজাপতি যুথ যেমন পেলব আর ভঙ্গুর পাখনার ঝাপটায় যুদ্ধ কোরে ক্ষতবিক্ষত হয় উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের
আশায়, তেমনি অঞ্জনা আর ধীমান যুদ্ধ করে দিনের পর দিন—যুদ্ধ করে আর নিজেদের ক্ষয় করে। যুদ্ধ করে
এ বিংশ শতাব্দীর মধ্য যুগে যারা পুরনো অভিজাত্য বোধের কঙ্কালের ওপর বোসে থাকে একটা ধমকের মতো তাদের সঙ্গে।

রায়রায়ান হরনাথ চৌধুরী তার উত্তুঙ্গ—দম্ভের আসনে বোসে থাকে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, আর দেখে—কেমন কোরে
তারই চোখের সামনে তারই একমাত্র আদরের মেয়ে তিল তিল কোরে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন কোরে দিচ্ছে!

কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে ক্ষয়টাই শেষ কথা নয়·········

শিল্পীর কাহিনী সেই না বলা শেষ কথা! তাই শিল্পী ধীমান আজ বুঝেছে, আঘাত থেকে আর বেদনা থেকে শিল্পের জন্ম··········

আর অঞ্জনা তাই আজও গেয়ে চলে—

"তুমি নও মোর শুধু অবসর সাথী
সারা জীবনের অশ্রু হাসির মালা
তোমারে দিয়েছি গাঁথি।
আমি তোমারি যে চিরদিন
তোমাতে হবো বিলীন·········"

# সঙ্গীত

( ১ )

রুমঝুম রুমঝুম ভাঙলো রাতের ঘুম, এলো রে ছন্দের বন্যা
(নাচে) স্বপনপুরীর রাজকন্যা ॥
(তার) নূপুরেরি সাড়া পেয়ে, (কোন) নিঝুম বাঁশী ওঠে গেয়ে।
ফাগুন হাসে আর ফুলের বাসে, নেচে ওঠে গিরি ঝর্ণা।
(তার) পায়ের ছোঁয়ায় কুসুম ফোটে, (কোন) মনের ময়ূর নেচে ওঠে।
(তার) সুরের দোলায় হৃদয় ভোলায়
রূপবতী যূথী বর্ণ ॥

( ২ )

নূপুরের গুঞ্জনে বনবীথি উতলা
ফুলসাজে শ্রীমতী অভিসারে যায়।
আকুলিত কুন্তলে মালতীর মালিকা
ছন্দের হিল্লোল তনু লতিকায় ॥
কে গো সে সুন্দর স্বপন মনোহর
শ্রীমতীর নাম ধরে বেণু বাজায়।
অঞ্জন পরা দুটি খঞ্জন আঁখি তারা
সচকিতে ফিরে ফিরে ইতি উতি চায়।
চাঁদে আর মেঘে যেন লুকোচুরি খেলা গো
কভু পায় কভু হায় খুঁজে নাহি পায়।
নীলশাড়ী দুলে দুলে দুটি রাঙা পদমূলে
সলাজ মিনতি সম গোপনে লুটায় গো।
সুন্দর বাঁশুরিয়া সুরে সুরে বলে পিয়া
দুলিবি কে আয়

শাওনিয়া ঝুলনের কুসুম দোলায়।
বলে রাই মৃদু হেসে কাজ কি বা ঝুলনে
চিরদিন দোলে শ্যাম আমারি হিয়ায়।

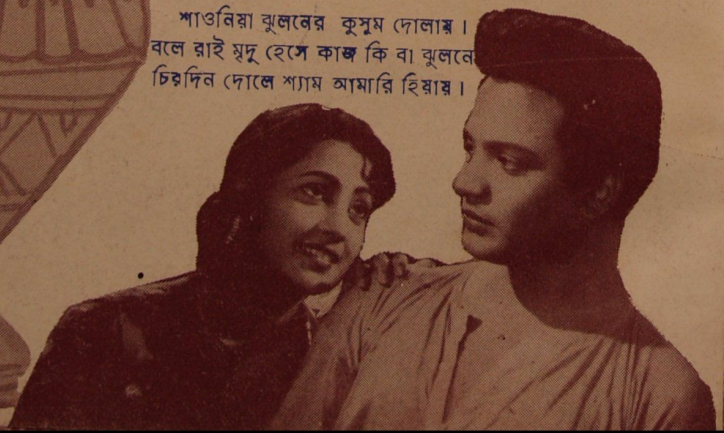

( ৩ )

তুমি যে আমার এ ভুবনে তাই
এতো আলো এতো গান।
তোমারে হারালে এ জীবনে মোর
সকলি যে অবসান ॥
(তাই) অলখে এ হিয়া মোর
তোমারি ধ্যানে বিভোর।
তোমারি ছোঁয়ায় মাটির প্রতিমা
সহসা পেয়েছে প্রাণ ॥
তুমি নহ মোর শুধু অবসর সাথী,
সারা জীবনের অশ্রু হাসির মালা,
তোমারে দিয়েছি গাঁথি।
(আমি) তোমারি যে চিরদিন
তোমাতে হব বিলীন।
ভালোবাসিবার অধিকার মম
সে ও যে তোমারি দান ॥

( ৪ )

বন্ধু রে! তুমি বিহনে বন্ধু
মনোব্যাথা কাহারে জানাই ॥
মরমের ব্যাথা কারে কহি রে,
ঘরে গুরু গঞ্জনা সহি রে,
পাষাণে কুটিয়া মাথা কাঁদে বোবা পিরীতি
এ ভুবনে দরদী যে নাই গো ॥
বাজে না তো জীবনের বাঁশী রে,
ঝরা ফুলে ফোটে না তো হাসি রে,
ফটিক জলের সাধ নোনা জলে মেটে না
পিপাসার বারি কোথা পাই গো ॥

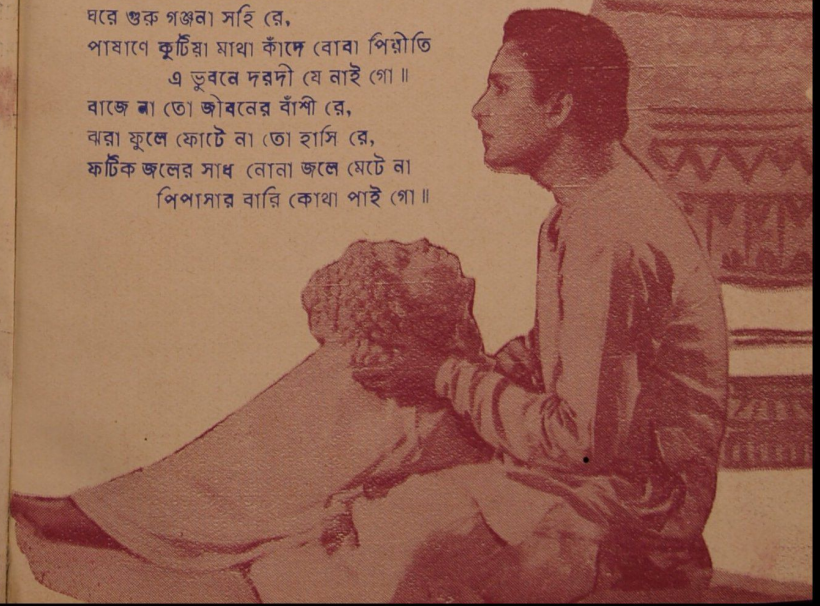

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃর পরিবেশনায়

## সিঁদুর

শ্রেষ্ঠাংশে : বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, রবীন মজুমদার কমল মিত্র ও পাহাড়ী সান্যাল। পরিচালনা : সুধীর মুখার্জী। সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

## বড়মা

নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় 'কলরূপা'র দ্বিতীয় নিবেদন। কাহিনী ও সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠাংশে : দীপ্তি রায়, সন্ধ্যা, বিকাশ প্রভৃতি।

## আঁধারে আলো

কাহিনী : শরৎচন্দ্র। শ্রেষ্ঠাংশে : সুমিত্রা, বসন্ত, বিকাশ যমুনা, ভানু, জীবেন, নীলিমা, পদ্মা ও অন্যান্য বহু শিল্পী। পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য্য। সুর : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

## শ্রীশ্রীমা

নাম ভূমিকায় : অনুভা গুপ্তা। ঠাকুরের ভূমিকায় : গুরুদাস। পরিচালনা : কালিপ্রসাদ ঘোষ। সুর : অনিল বাগচী।

সিনে আর্ট প্রোডাক্সন্সের প্রথম নিবেদন

## অন্তরীক্ষ

পরিচালনা : রাজেন তরফদার।

**আগামী কয়েকটি অবিস্মরণীয় অবদান**

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।